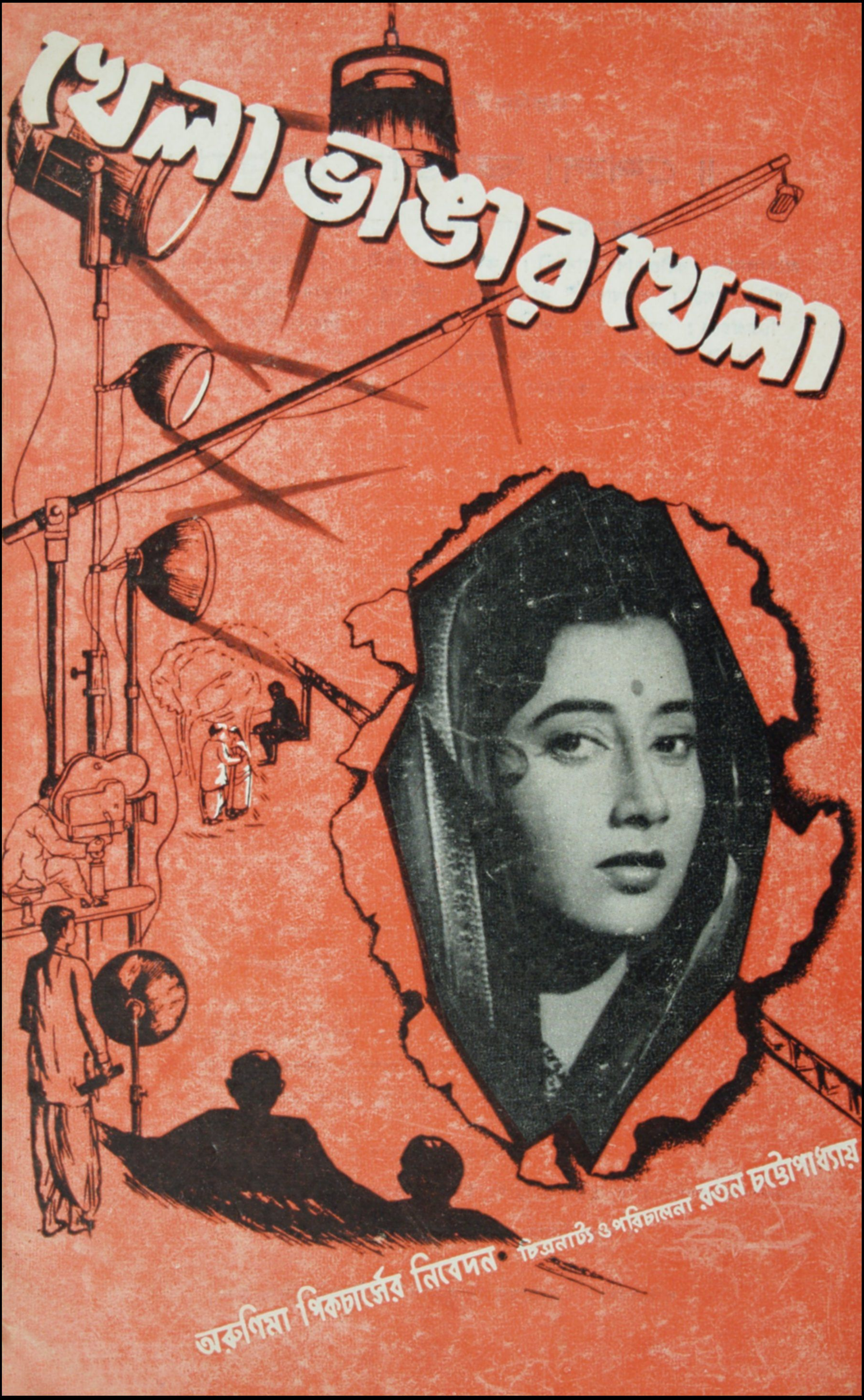
খেলা ভাঙার খেলা
অরুণিমা পিকচার্সের নিবেদন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা রতন চট্টোপাধ্যায়

অরুণিমা পিক্‌চার্সের নিবেদন

॥ খেলা ভাঙার খেলা ॥

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : রতন চট্টোপাধ্যায়

প্রযোজনা : রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। কথা ও কাহিনী : বিধায়ক ভট্টাচার্য্য। সুরস্রজন : অনিল বাগচী। শব্দধারণ : নৃপেন পাল, বাণী দত্ত, সত্যেন চ্যাটার্জী ও ভূপেন ঘোষ। চিত্রগ্রহণে : সুধীর বসু। সম্পাদনা : রবীন দাস। শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু। সহযোগী পরিচালক : রাজকৃষ্ণ হাজরা। প্রধান কর্ম্মসচিব : সুধীর চ্যাটার্জী। ব্যবস্থাপনা : কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপসজ্জা : গোষ্ট দাস।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : তপন দাস ও বিনোদ চক্রবর্তী। চিত্রগ্রহণ : নির্ম্মল মল্লিক, শক্তি বন্দ্যোঃ। শব্দধারণ : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক বসু ও বলরাম। শিল্পনির্দেশনা : অনিল পাইন ও শচীন মুখোঃ। সুরস্রজনে : অলক দে, চিত্ত মুখোঃ। সম্পাদনায় : সুনীত সাহা, অরুণ। রূপসজ্জা : পঞ্চু দাস, সরোজ। ব্যবস্থাপনা : বলাই মিত্র।

প্রযোজনা-পরিকল্পনা : মন্মথ মুখোপাধ্যায় ও মোহন কালী বিশ্বাস। পটাঙ্কন : সিন্ধে। স্থিরচিত্র : ফটো-আর্টস। পরিচয়-লিখন : শিবপদ ভৌমিক। আলোকসম্পাত : ধনঞ্জয়, রাম ও জগন্নাথ। পরিস্ফূটন : বেঙ্গল ফিলম্‌ লেবরেটরীজ্‌।

প্রচার-পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

: নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে :

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত মুখোপাধ্যায়

আবহ সংগীত : ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা। গীত রচনা : শ্যামল গুপ্ত, পুলক বন্দ্যোঃ, শান্তি চ্যাটার্জী।

: চরিত্র চিত্রণে :

সুমিত্রা দেবী, সবিতা চাট্যার্জী, চন্দ্রাবতী, পদ্মা দেবী, রাজলক্ষ্মী (বড়), নিভাননী, অপর্ণা, বাণী গাঙ্গুলী, সুমালা চ্যাটার্জী, অজান্তা কর, কুমারী গীতা সেন

ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বসন্ত চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোঃ, কালী বন্দ্যোঃ, বিমান বন্দ্যোঃ, অনুপ কুমার, ভানু, জহর রায়, নৃপতি, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রঃ, মন্মথ, ক্ষিতীশ রঞ্জন, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, অনাদি বন্দ্যোঃ, শিবকালী চট্টোঃ, ঋষি বন্দ্যোঃ, অরুণ মুখোঃ ও মাষ্টার বিভু।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

রজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল ভট্টাচার্য্য, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, আর, ডব্‌লিউ, এ, সি, (হাওড়া)

॥ রাধা ফিলম্‌ ও ক্যালকাটা মুভিটোনে গৃহীত ॥

পরিবেশনা : নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

কাহিনী—

ছেলেবেলার খেয়াল-খেলায় একদিন গাঁয়ের-ই মেয়ে শুকতারার গলায় কৃষ্ণকলির মালা দুলিয়ে যে ছেলেমানুষী বিয়ে করেছিল বিনয়,—তার বাঁধন যে এতদিন পরেও এমন আকুল আগ্রহে দুজনার জীবনের গতিপথকে একই অমোঘ পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে চাইবে—একথা কে-ই বা ভাবতে পেরেছিল ?

আজকের বিনয়,—কলকাতার এক নামকরা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক বিনয় ব্যানার্জি,—বিরাট জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী ও বিধবা মায়ের চোখের মণি বিনু,—যেন একথা ভাবতেই পারেনা। তার বিস্মিত মন যেন এ রহস্যের কোন কূল-কিনারাই খুঁজে পায়না না—কোন দুঃসাহসে ছেলেবেলার সেই বিয়ের মন্ত্রকে বিশ্বাস করে শুকতারা তার গাঁয়ের লোকদের পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে না করে নিরুদ্দেশ হয়েছে, অথবা নিরুদ্দেশের পর সে আত্মগোপন করে আছেই বা কোথায় ? তার চাইতেও বড় রহস্য হ'ল এই যে, গাঁয়ের লোকের কি ক'রে এ ভুল ধারণা হল যে শুকতারা বিনয়ের কাছেই কলকাতায় আছে !

অথচ সত্যি কথা বলতে, বিনয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে অর্পিতা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে। রূপে, গুণে, বংশমর্য্যাদায় সত্যিই সে বাঞ্ছিতা পাত্রী। তাই, বিনয় ঠিক করল, যে করেই হোক শুকতারার সঙ্গে তার যোগাযোগ সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকের ভুল ধারণা ভাঙতেই হবে।

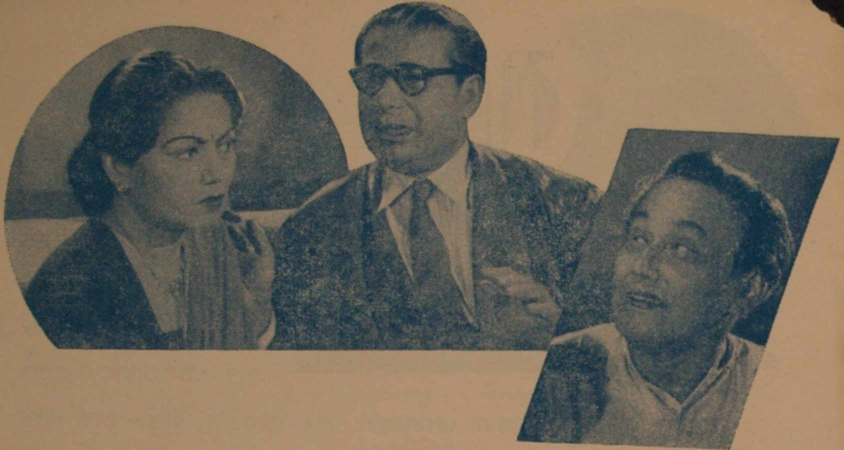

কিন্তু একটা ভুল ভাঙতে গিয়ে নতুন এক ভুলের জালে জড়িয়ে পড়ল সে। বুঝতে পারল, গাঁয়ের লোকেরা যে ভুল বুঝেছে, তা বরং একদিক থেকে ভাল; কিন্তু সে ভুল ভাঙলে লোকসমাজে তার বাল্যসখী শুকতারা জীবনে আর কোনদিন মুখ দেখাতে পারবে না।

কলকাতায় ফিরে এসে অর্পিতার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিল বিনয়। অর্পিতার মা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আর একজন পাত্র স্থির করে ফেল্লেন মেয়ের জন্যে, কিন্তু বেঁকে বসলো অর্পিতা নিজে। অবশেষে এ ঘটনা নিয়ে সংসারে এমন বিশ্রী ব্যাপারের অবতারণা হ'ল যে, ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা বুকে বয়ে অর্পিতা চলে গেল বৃন্দাবনে—তাদের পরিবারের গুরু-মা'র কাছে।

এদিকে বিপর্যস্ত জীবনের নিষ্ঠুর পরিহাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে বিনয় তার বন্ধু রমেনকে সঙ্গে করে বেড়াতে এল হাজারিবাগের জঙ্গলে। সেখানে একদিন এক অত্যন্ত নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল ভারত-বিখ্যাত চলচিত্র-শিল্পী মেঘনা দেবীর সঙ্গে। আর তারপর, এক অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনাচক্রের ভেতর দিয়ে, বিনয় আবিষ্কার করলো যে এই মেঘনা দেবীই হলেন তার ছেলেবেলার মালা-বদল-করা খেলার সাথী শুকতারা।

এতদিন পরে শুকতারাকে পেয়ে বিনয় যেন তার ছন্নছাড়া জীবনে ছন্দ খুঁজে পেল। আর শুকতারাও পেল এক অপরূপ, অনির্বচনীয় আনন্দময় পূর্ণতার আস্বাদ।

কিন্তু জীবন-দেবতা শুধু হাসলেন। তাঁর হাতে মানুষ তো পুতুলমাত্র। মানুষের ঘর-বাঁধার স্বপ্ন তো শুধু এক খেয়ালের খেলা। তৃপ্তির আনন্দের মাঝে তৃষ্ণার তীব্র জ্বালা তো তাঁর হাতের-ই এক বিচিত্র বিধান।

একদিকে আছে শুকতারা,—লজ্জাকর অতীত আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। অন্যদিকে অর্পিতা,—ব্যর্থতার অতল বেদনা আর ত্যাগের অপার আনন্দের মধ্যে দোদুল্যমান। আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিনয়,—জীবনের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যে কতবড় ব্যবধান, —তারই যেন একটি মূর্তিমান দৃষ্টান্ত।

এদের জীবন নিয়ে বিধাতা কোন্ খেলা খেলবেন?

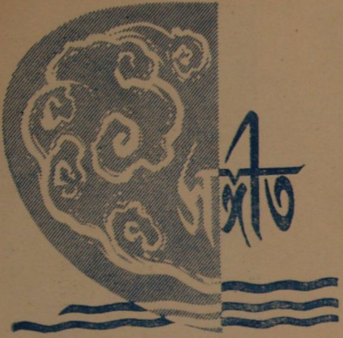

(১)

ও আমার—
মন পবনের নাও
যাওগো ভেসে যাও।
নাম না-জানা দেশের
খবর যদি চাও
পাল তুলে দাও
তবে পাল তুলে দাও।

কথা : শ্যামল গুপ্ত
কণ্ঠ : আলপনা বন্দ্যোঃ

(২)

প্রথম জেনেছি আমি এ জীবন সুন্দর
রঙিন যে নানা রঙে এ ভুবন,
প্রথম বুঝেছি আমি হারালেও
ভরে কেন মন।
অপরূপ রূপালীর বন্যায়
চাঁদ ওঠে কেন মায়া সন্ধ্যায়
পাপিয়ার পিউ পিউ শুধু গান নয়
ও আমার আবেশের আলাপন ॥
চন্দ্রিমা আঁকে ওই ময়ূরীর পাখনা
তন্দ্রিমা আঁখি বলে নিশি দূরে থাকনা ;
এই যেন স্বপ্নের সেই দেশ
লীলায়িত লগ্নের নেই শেষ
মল্লিকা মাধবিকা বন শোভা নয়
মোর ফুল বাসরের আয়োজন ॥

কথা : পুলক বন্দ্যোঃ
কণ্ঠ : আলপনা বন্দ্যোঃ

(৩)

যেথায় মাটির বনের সবুজ আঁচল গলে
প্রণাম জানায় নীল আকাশের চরণতলে।
যেতে যেতে মোর পথচলা মন
সেথা পেল আজ হারানো রতন।
প্রজাপতি যেথায় বলে বনলতা
এসো তোমায় ফুলঋতুর শোনাই কথা
খুশীর হাওয়ায় পাতায় পাতায়
আলাপ চলে ॥

যেথায় আজো স্বপন দোসর গোপন পায়ে
দিনের শেষে দাঁড়ায় এসে গহন ছায়ে।
শিশির ঝরা নিশুত রাতে নীড়ের বুকে,
যেথায় দুটি গানের পাখী ঘুমায় সুখে—
আঁধার বনে মিটিমিটি জোনাক্ জ্বলে ॥

কথা : শ্যামল গুপ্ত
কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোঃ

সঙ্গীত

(৪)

পথ চেয়ে চেয়ে গান গেয়ে গেয়ে
পাখী কয় ঢুলু ঢুলু আঁখি,
বলে ঝলোমলো তারা জ্বলো জ্বলো
তুমি যাও আমি জেগে থাকি।
মালতী যে ভাবনায় মগ্ন
কবে আসে মালা গাঁথা লগ্ন
ঝুরু ঝুরু বায়ে ঘন বনছায়ে
মিছে হায় ঝরে যাবে নাকি ?
প্রেম কয়, তারা নয় ও তো আর
অনুরাগে জ্বালা দীপ ও আমার।
ওগো মোর স্বপনের পান্থ
কোনদিন হ'লে পথভ্রান্ত—
দূরে থেকে থেকে, তারে দেখে দেখে
চুপি চুপি জেনো আমি ডাকি ॥

কথা : শ্যামল গুপ্ত
কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোঃ

(৫)

তোমার মুরলীধ্বনী নন্দদুলাল—
কানে কানে শোনাবে গো কবে
কোন খেলা ভাঙা খেলা তে গো
ওগো অকরুণ—
বল আজ তুমি সুখী হবে ?
প্রেমের পূজার উপচারে
ভার যদি লাগে ফুলহারে
বিরহিনী যোগিনীর বেদনার অশ্রুতে
প্রেমময় তুমি জেগে রবে।
লয়েছি ব্যথার ব্রত,
কাঁদাতেই ভালবাস তাই
সব দুখ মালা করে তোমার
চরণে দিতে চাই।
বাঞ্ছিত নিরমম নয়নাভিরাম
আঁখি জলে দেখা দাও তবে ॥

কথা : পুলক বন্দ্যোঃ
কণ্ঠ : আলপনা বন্দ্যোঃ

(৬)

ঘর আমারে ঠাঁই দিলনা
পথ নিল ভাই ডেকে—
পথে পথে দিনেরেতে
চলব এবার থেকে
ও ভাই চলব এবার থেকে।

কথা : শান্তি চট্টোঃ
কণ্ঠ : চিত্ত মুখোঃ

আমাদের পরিবেশনায়
আগামী তিনটি যুগান্তকারী ছবি !

কানন দেবী প্রযোজিত
শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত

কাহিনী : শরৎচন্দ্র
শ্রেষ্ঠাংশে : সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার
পরিচালনা : হরিদাস ভট্টাচার্য্য

●

নারায়ণ ফিল্ম প্রোডাকসন্স নিবেদিত

শ্রীশ্রীমা

নাম-ভূমিকায় : অনুভা গুপ্তা
ঠাকুরের ভূমিকায় : গুরুদাস
পরিচালনা : কালিপ্রসাদ ঘোষ   সুর : অনিল বাগচী

●

সি, এ, পি, নিবেদিত

অন্তরীক্ষ

শ্রেষ্ঠাংশে : কাজল চ্যাটার্জি, প্রবীরকুমার, ছবি বিশ্বাস
পদ্মা দেবী, কালী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি
পরিচালনা : রাজেন তরফদার   সুর : ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ

: একমাত্র পরিবেশক :
নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ।